দৈনিক খবর

তারিখ 13 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

৩০

পরীক্ষার পরীক্ষা

যখন আমরা এই সম্পাদকীয়টি লিখছি তখনো দেশব্যাপী পরিবহন ধর্মঘট চলছে। জনজীবনের চলাচল বিপর্যস্ত। বেসরকারী কলেজের ১১ হাজারের অধিক শিক্ষক এবং কর্মচারীবৃন্দ তাদের ১৫ দফা দাবীর জন্য প্রায় এক মাস যাবৎ ধর্মঘটে আছেন। এই অবস্থায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা শুরু হওয়ার নির্ধারিত তারিখ ছিল ১০ই ফেব্রুয়ারী। বেসরকারী কলেজের ধর্মঘটী শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ ধর্মঘটের ফয়সালা না হওয়ার কারণে এই পরীক্ষার তত্ত্বাবধান, খাতা দেখা ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। এমতাবস্থায় পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবক সকলেরই আশংকা ছিল পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখে শুরু হবে কি–না।

মনে হচ্ছে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষার তারিখ আদৌ না পিছাবার চরম সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নয়, সরকার তথা শিক্ষামন্ত্রীই গ্রহণ করেছেন। পরীক্ষা ১০ই ফেব্রুয়ারী শুরু হয়েছে। কোথায় কি ঘটে তার চিন্তায় উদ্বিগ্ন মন নিয়ে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রথম দিনের রিপোর্টে দেখা যায়, শিক্ষামন্ত্রী নিজে ঢাকা শহরের কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এবং তাঁর মতে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরবর্তীতে পরীক্ষার খাতা দেখার কি হবে, সে প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ডিগ্রী খাতা দেখতে না চাইলে সরকারী শিক্ষকদের দ্বারা দেখানোহবে।'

পরীক্ষার ব্যাপারে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন। আমাদের নিজেদের সংবাদদাতা এবং বিভিন্ন সহযোগীর নিজস্ব সংবাদদাতাগণ যে রিপোর্ট সাক্ষাৎভাবে সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায়, শিক্ষকদের স্থানে সরকারী কর্মচারী এমনকি কোথাও কোথাও পিয়নদের দ্বারা পরীক্ষার কক্ষে খবরদারি তথা 'ইনভিজিলেশন'–এর দায়িত্ব নির্বাহ করাতে খবরদারির ব্যাপারটা নামকাওয়াস্তে খবরদারিতে পর্যবসিত হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে প্রথম দিনে দেখা গেছে পুরাতন ঢাকার ৩টি কলেজে এবং নতুন ঢাকার ২টি কলেজে ফ্রি স্টাইল কায়দায় গণটোকাটুকিতে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছে। একই বেঞ্চে ৪–৫ জন পরীক্ষার্থী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে কোলের ওপর বই নিয়ে পরস্পর আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষাকর্ম সম্পন্ন করছে। সিলেটে পরীক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ১২২ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। ১১ বস্তা নকল উদ্ধার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, "শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীকে পাশ কাটিয়ে সরকার যেভাবে ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণ করছে তাতে পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে।"

আমরা এই পরিস্থিতিতে আমাদের লক্ষাধিক তরুণ পরীক্ষার্থী এবং খোদ শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে যথার্থই উদ্বিগ্ন। গত বছর আগস্ট মাস থেকে শিক্ষক সমিতিসমূহ শিক্ষক ও কর্মচারীদের দাবী–দাওয়া সরকারের নিকট পেশ করে আসছেন। ছ'মাসেও সেই দাবী–দাওয়া নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কোন ফলপ্রসূ আলোচনা হল না। আলোচনার ব্যর্থতায় শিক্ষকদের ধর্মঘটের পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। শিক্ষকদের ধর্মঘট চলছে। এর সঙ্গে পরিবহন ধর্মঘট যুক্ত হয়েছে। সরকার একদিকে অর্থের অভাবের কারণে শিক্ষক ও পরিবহন কারুর দাবী পূরণ করতে পারছে না, অপরদিকে জাতীয় সংসদে প্রকাশ্য আলোচনায় বিল মারফত প্রেসিডেন্ট, স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী তথা সরকার প্রধানদের মাহিনা, ভাতা ও সুযোগকে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সমগ্র ব্যাপারটায় জাতীয় জীবনে এক মহাসংকটের আলামত যেন প্রতিফলিত হচ্ছে। আর্থিক, নৈতিক, প্রশাসনিক এবং বিশ্বাসের সংকট।

জাতীয় জীবনের অন্য ক্ষেত্রের কথা বাদ দিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে ১০ই ফেব্রুয়ারী ডিগ্রী ছাত্র–ছাত্রীদের যে পরীক্ষা শুরু হয়েছে সে পরীক্ষা বস্তুতঃ ছাত্র–ছাত্রীদের পরীক্ষা নয়। সে পরীক্ষা পরীক্ষার পরীক্ষা তথা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা। সে পরীক্ষাতে কি আমরা পাস করতে পারছি? কিংবা শিক্ষামন্ত্রীর 'সুষ্ঠু' শব্দকে ব্যবহার করে বলব ঃ এ পরীক্ষায় আমাদের সকলের ব্যর্থতা 'সুষ্ঠু'ভাবেই অগ্রসর হচ্ছে!